পৃথিবী জুড়েই যখন ফলিত বামপন্থা ও বামপন্থী আন্দোলন মৃতপ্রায় ও পিছু হটছে; সে তার আত্মসমালোচনা করার ও তা' নেবার ধৈর্য, স্থৈর্য এবং দৃঢ়তাহীন এক কালখণ্ডে তেল ফুরোনো হ্যারিকেনের মতো নিভু নিভু; পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের এই চরম রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার পর্বে, যখন এই দেশেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় একটি থিওক্র্যাটিক দল, সেরকম একটি সময়ে হোমওয়ার্কের মতো এই নাটকটির প্রয়োজন অনুভব করছি।

ক্রাউড ফাণ্ড প্রযোজিত একটি বাক্ প্রকাশনী উদ্যোগ

খাঁচার ভেতর খাঁচা

মূল নাটক : মহসিন মখমলবাফ
ভাবানুবাদ ও রূপান্তর : অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

খাঁচার ভেতর খাঁচা

(দ্য ফেন্স উইদিন দ্য ফেন্স)

মূল নাটক : মহসিন মখমলবাফ

ভাবানুবাদ ও রূপান্তর : অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাক্ প্রকাশনী

ক্রাউড ফাণ্ড প্রযোজিত একটি বাক্ প্রকাশনী উদ্যোগ

khNachar bhetor khNacha—*The Fence within the Fence*
A play *by* Mohssen Makhmalbaf
Transcreated in Bangla *by* Arjun Bandyopadhyay

₹ 35.00

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারী ২০১৬

Copyright © Arjun Bandyopadhyay 2016
All rights reserved

প্রকাশক : বাক্ প্রকাশনীর পক্ষে অনুপম মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন : +91-8436419575
ইমেইল : anupam_gtl@yahoo.co.in
ফেসবুক : https://www.facebook.com/baakprokashoni
হরফ পরিচয় :
হরফবিন্যাস, মুদ্রণ ও বাঁধাই : শেঠ ইনফরম্যাটিক্স, ১০/১ দেশবন্ধু রোড, কলকাতা ৩৫
প্রুফ সংশোধন : নীলাব্জ চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ : মৃগাঙ্কশেখর গঙ্গোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
কাগজ :
যোগাযোগ : arjunbanerjee1985@gmail.com

দাম : ৩৫ টাকা

উৎসর্গ—

কোটেশ্বর রাও (কিষেণজী)

ছত্রধর মাহাতো

কবীর সুমন

স্যার উত্তীয় দে

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সান্যাল

‘…In films, dictators are often depicted as bad guys while the people are only seen as oppressed. I wanted to show that the people share the blame, too, because they’re silent. The history of dictatorship is the history of people’s silence. It’s often not dictatorship of power – it’s dictatorship of fear.’

—Mohssen Makhmalbaf

পূর্ব প্রকাশিত বই

২০মিনিটের জন্য সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় (২০০৪)
ডাক্তারকে যা বলেছিলাম (২০১৪)
উন্নয়ন বিরোধী যেসব ক্রিয়াকলাপ এখন শহরে হচ্ছে (e-book) (২০১৫)
সারং থেকে জৈতকল্যাণ যত দূরে (২০১৬)

‘খাঁচার ভেতর খাঁচা’—প্রাক্-কথন

মহসিন মখমলবাফ (জন্ম ১৯৫৭), ইরানের এই ফিল্ম নির্মাতা ফিল্ম বানানোর ও চিত্রনাট্য লেখার পাশাপাশি বেশ কিছু নাটকও লিখেছিলেন একসময়। বেশ কিছু ছোটগল্প। কয়েকটা উপন্যাসও। ১৯৮০-’৮২ এই সময়-পর্বে পরপর ন' খানা নাটক লিখে ফেলেছিলেন উনি, যেটা ইরানের ইসমালিক রেভোলিউশন ঘটার (১৯৭৯) পরমুহূর্ত। যখন মহম্মদ রেজা শাহ্ পহ্লভীকে (যিনি ‘শাহ্’ নামেই বেশি পরিচিত) সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন ইমাম খোমেইনি। বামপন্থী গ্রুপগুলো এক এক ক'রে খোমেইনির ইসলামিক আইনে পিছু হটছে। হয় তারা জেলে, নয়তো নির্বাসনে। নইলে রাষ্ট্রের সাথে হাত মেলাতে হচ্ছে। বামপন্থী গ্রুপগুলো থেকে যাতে কোনোরকম বিদ্রোহ-বিপ্লব দানা বাঁধতে না-পারে, তাদের ঠেকাতে নিয়মিত সামরিক বাহিনীর সাথে ‘সিপাহ্ পাসদারান এনঘেলাব ইসলামী’ (দ্য ইসলামিক রেভোলিউশন আর্মি) নামে আরো একটা আলাদা সামরিক বাহিনীই তৈরি করে ফেলেছেন খোমেইনি, ১৯৭৯ সালেই। অথচ Communist Tudeh Party, Organizations of Iranian People’s Fedai Guerrillas (OIPFG), Iranian People’s Fedai Guerrillas (IPFG) এইরকম ছোট-বড় আরো বেশ কয়েকটি বামপন্থী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী (সশস্ত্র-নিরস্ত্র দুই-ই) সংগঠনের সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল ইরানের রেভোলিউশনে। যাঁরা স্টুডেন্ট মুভমেন্টগুলো অর্গানাইজ করেছেন। স্ট্রীট কর্ণার করেছেন। মিছিল করেছেন। সরকারি অফিস, থানা ও জেলগুলো ঘেরাও করেছেন, দখল করেছেন। যাঁরা ইরানে শাহ্কে হটিয়ে খোমেইনির শাসনে আসার পথ সুগম করেছিলেন। কিন্তু খোমেইনি ক্ষমতায় এসেই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেন। এঁদের ব্যান করলেন। এঁদের নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। নির্বাসিত হলেন। মৃত্যুদণ্ডের সাজা পেলেন। থিয়েটারে আইন চালু হল— মেয়েরা মঞ্চে অভিনয় করলে তাদের হিজাব প'রে আসতে হবে মঞ্চে, পুরুষ অভিনেতাদের সাথে মঞ্চে কোনো রকম শারীরিক সংযোগ বা সংস্পর্শ দেখানো যাবে না, নাটকে নাচ থাকবে না, পপ গান থাকবে না, কমিউনিজম কিম্বা ক্যাপিটালিজম-এর কোনো বিষয় বা ঐ ভাবধারা নিয়ে নাটক করা যাবে না, ইসলাম বিরোধী কোনো কথা থাকবে না, কোনো স্ল্যাং ওয়ার্ড তো নৈব নৈব চ। এগুলো থাকলে সেন্সর বোর্ড সে নাটক ব্যান ক'রে দেবে। এবং দিয়েওছে ব্যান ক'রে বহু বহু এর'ম দুষ্টু নাটক। সেই ১৯৮১ সালে, মাত্র চব্বিশ বছর বয়েসে লেখা, মখমলবাফের এই নাটক, লেফটিস্ট গ্রুপগুলোর লিমিটেশনগুলো নিয়ে লেখা। ইরানে মঞ্চস্থও হয়েছিল কি সৌভাগ্যক্রমে এ’ নাটক... **‘দ্য ফেন্স উইদিন দ্য ফেন্স’**, অথবা **‘দ্য ইনভিজিব্‌ল্ ফেন্স’**। যেখানে স্বনির্মিত আত্মকারাগারে একজন বামপন্থী চোখ বুঁজে থাকছেন কিভাবে, খাঁচার গরাদে হাত না-রেখে তিনি কিছু চিন্তা করতে পারছেন না, সহবন্দীর পায়ের শেকল জং ধ'রে আলগা হয়ে গেলে বৃদ্ধ মার্ক্সবাদী বলছেন 'আমার শেকলটা নাও'। বলছেন, ‘শেকলগুলো যাতে আলগা না হয়ে যায় সে জন্য আমি আমাদের খাবারের থেকে অল্প অল্প ক’রে তেল আর চর্বি তুলে ঘ’ষে ঘ’ষে মাখিয়ে রাখতাম শেকলে। যাতে ওগুলোতে মরচে না ধরে। খুলে না যায়। কিন্তু আমার পা দুটো বড্ড সরু হয়ে গেছে। হাঁটলেই শেকলগুলো পা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু আমি কক্ষনো জেলখানার নিয়ম ভাঙবো না। তোমার সেলে ঢুকে পড়ো কমরেড। দরকার হ’লে তুমি আমার শেকলটা নিতে পারো। নাও, আমার শেকলটা প’রে নাও তুমি। আমরা দুজনে দুজনের শেকল অদল বদল ক’রে পরবো। কিন্তু নিয়ম ভেঙো না কমরেড। ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন...’। ফুটতে থাকা সময়কে কাজে না-লাগিয়ে তাঁরা জনবিচ্ছিন্ন

হয়ে যাচ্ছেন কিভাবে.. এ' নিয়েই মখমলবাফের এই নাটক। একসময় গুলিয়ে যাচ্ছে, আলাদা করা যাচ্ছে না কোন্‌টা ইরানের জেলবন্দী বৃদ্ধ মার্ক্সবাদীর মুখ, আর কোন্‌টাই বা আমার দেশের বামপন্থী নেতার। স্রেফ নিজের ভেতরের তাগিদেই তখন ব'সে গেছি নাটকটা অনুবাদ করতে। আমাকে যেন এটা করতেই হ'ত। অন্যান্য যে লেখাগুলো তখন চলছিল, সবগুলোকে থামিয়ে এটায় হাত দিয়ে ফেললাম। দু'দিন পরে খেয়াল করি, আমি অনুবাদে হাত দিয়েছি, ২৯শে মে। সমাপতন এমনই আশ্চর্য, মখমলবাফের জন্মদিন ছিল সেদিন।

যদিও 'রাজনৈতিক নাটক' ব'লে কোনো অভিধায় আমি বিশ্বাস রাখি না। 'থিয়েটার' করাটাই একটি রাজনৈতিক কাজ। তবু, সাধারণভাবে বললে, এই নাটকটি প্রচণ্ডভাবে একটি রাজনৈতিক নাটক। যেখানে তৎকালীন ইরানের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ রেফারেন্স রয়েছে। আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ শ্রীযুক্ত সৈয়দ হবিবল্লাহ্‌ লজগী, শ্রীমতি শ্যামশ্রী দাস এবং শ্রীযুক্ত অরুণ ঘোষ-এর কাছে। সৈয়দ হবিবল্লাহ্‌ লজগী মহাশয়ের গবেষণাপত্র এবং ফারসি থেকে ওঁর ইংরেজি অনুবাদ ব্যতীত এ' কাজে আমি এক পা-ও এগোতে পারতাম না। শ্রীমতি শ্যামশ্রী দাস মহোদয়া আমাকে সুযোগ ক'রে দিয়েছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (C.P.I.) ভূপেশ ভবনের বিরাট গ্রন্থাগারে প্রবেশের। এবং ঐ গ্রন্থাগারের প্রবীণ গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত অরুণ ঘোষ মহাশয়, যিনি সেই '৫২ সাল থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাষট্টি বছরের সক্রিয় সদস্য, বামপন্থী আন্দোলনকে দেখেছেন, অংশ নিয়েছেন এত দীর্ঘ বছর ধ'রে, ওঁর সাথে আলোচনা, তর্ক এবং ওঁর সহায়তা এই নাটকের অনুবাদে আমাকে বিপুল সাহায্য করেছে। এই নাটকের কয়েকটা সংলাপ মূলতঃ ওঁর কাছেই আলোচনা প্রসঙ্গে শোনা কথা থেকে নেওয়া। কৃতজ্ঞতা কালিমাটি পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকাজল সেন-এর কাছেও। ধারাবাহিকভাবে এই নাটকটি কালিমাটিতে প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য।

মখমলবাফের নাটকটির হুবহু অনুবাদ আমি করিনি। অনেক জায়গায়, বিশেষ ক'রে মার্ক্সীয় মতাদর্শের অনুশীলন নিয়ে আত্মসমালোচনামূলক বিতর্কগুলি, শোধনবাদী ও অর্থোডক্সের ডিবেট, এগুলি মূল নাটকে বিস্তৃতভাবে ছিল না। সাংকেতিক ভাবে ও সংক্ষেপে ছিল। আমি সেটাকে বিস্তৃতি দিয়ে যোগ করেছি। নাটকটিকে ইরানের প্রেক্ষাপটে রেখেও যাতে পৃথিবীর অন্য দেশে ব'সে এর সাথে রিলেট করা যায়, সে জন্য। পাঁচটি দৃশ্য ছিল মূল নাটকে। শেষ দৃশ্যটি আমি বাদ দিয়েছি। নাটকের প্রয়োজনেই, ওই দৃশ্যটি এখানে জরুরি মনে হয়নি। একে ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। বা রূপান্তর।

পৃথিবী জুড়েই যখন ফলিত বামপন্থা ও বামপন্থী আন্দোলন মৃতপ্রায় ও পিছু হটছে; সে তার আত্মসমালোচনা করার ও তা' নেবার ধৈর্য, স্থৈর্য এবং দৃঢ়তাহীন এক কালখণ্ডে তেল ফুরোনো হ্যারিকেনের মতো নিভু নিভু; পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের এই চরম রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার পর্বে, যখন এই দেশেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় একটি থিওক্র্যাটিক দল, সেরকম একটি সময়ে হোমওয়ার্কের মতো এই নাটকটির প্রয়োজন অনুভব করছি।

৩১ মে, ২০১৪

বরানগর,
কলকাতা ৭০০ ০৩৫
অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম মঞ্চস্থের ছবি :

দ্য ফেন্স উইদিন দ্য ফেন্স, তেহরান ১৯৮২

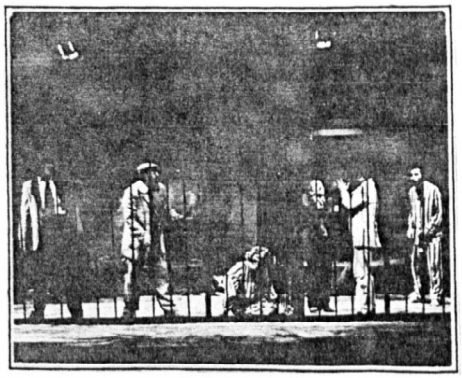

The Fence Within the Fence

খাঁচার ভেতর খাঁচা

নাটক

মহসিন ওস্তাদ আলি মখমলবাফ

রচনাকাল

১৯৮১

পরিচালক

মহম্মদ রেজা হনারমন্দ

ভাবানুবাদ ও রূপান্তর

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র

বৃদ্ধ জেলবন্দী (মার্ক্সবাদী)

যুবক জেলবন্দী (মার্ক্সবাদী)

রাষ্ট্রের গুপ্তচর বাহিনীর সদস্য

ফিউডালিস্ট

ক্যাপিটালিস্ট

অ্যামেরিকান

দু'জন কারারক্ষী

একদল মানুষ (৪ থেকে ৬ জন)

দৃশ্য ১

(মঞ্চের পেছন দিকে জেলখানার দুটো ছোট সেল, পাশাপাশি। দুটোতেই একজন ক'রে বন্দী। দুজনের গায়ে চেক চেক জেলপোশাক। পায়ে-গোড়ালিতে মোটা শেকল বাঁধা। দুজনেই দাঁড়িয়ে আছে। জেলের গরাদের বাইরে দুজন কারারক্ষী। তাদের একজনের হাতে একটা চাবির গোছা, চওড়া লম্বা পাকানো গোঁফ, সোজা দাঁড়িয়ে আছে সে। দ্বিতীয় কারারক্ষী চাবুক হাতে সেলের একপাশে দাঁড়িয়ে। দুজন বন্দী এবং দুজন কারারক্ষীই বয়স্ক। কিন্তু একজন বন্দীকে দেখে একটু কম বয়স্ক মনে হয়। দুই বন্দীরই চুল, দাড়ি গোঁফ বড়। দেখে মনে হয় অনেকবছর চুলে চিরুনি পড়েনি। গায়ের জামা পুরনো, নোংরা। জেলের গরাদে মরচে ধ'রে গেছে, বেশ কয়েকটা শিক ভেঙেও গেছে তার মধ্যে।)

কারারক্ষী ১ (যার হাতে চাবুক) : কি? আজকে কে আগে চাবুক খাবে? (দুই বন্দী চুপ) হুম্? কি হল?

বৃদ্ধ বন্দী : তাতে কি কিছু এসে যায়? কে প্রথমে খেল আর কে পরে... কিইবা আসে যায় তাতে?

কারারক্ষী ১ : তা বললে তো আর হবে না। কাউকে না কাউকে তো প্রথমে আসতেই হবে। তাই না? কিন্তু কথাটা হ'ল আজকে কে আসবে?

যুবক বন্দী : উনি তো ঠিকই বলেছেন। সত্যিই এতে কিছুই যায় আসে না। আপনার যাকে ইচ্ছে হয় ডেকে নিন। শুয়ে পড়ব।

কারারক্ষী ২ : জলদি জলদি। লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে। (পা দিয়ে খাবারের থালাটা সেলের দরজার দিকে ঠেলে দেয়)

বৃদ্ধ : প্রথম বছরটা একটু কঠিন ছিল। কিন্তু বাইশ বছর বাদে আমি এখন এসবের সাথে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। অনেক চাবুক খেয়েছি। রোজই একটু একটু ক'রে। তবে খুব বেশি চাবুক খেলে এখন পায়ে একটা ব্যথা হয়। জোরালো একটা ব্যথা।

কারারক্ষী ১ : (যুবককে দেখিয়ে) আজকে আমরা একে দিয়ে শুরু করবো। (দ্বিতীয় কারারক্ষী সোজা এগিয়ে এসে যুবকের সেলের তালা খুলে দেয়। যুবক বেরিয়ে আসে, শুয়ে পড়ে। যুবকের পায়ের চেটোয় দশবার চাবুক মারে প্রথম কারারক্ষী। এরপর যুবক উঠে দাঁড়ায়, অল্প খুঁড়িয়ে ঢুকে যায় নিজের সেলে। দ্বিতীয় কারারক্ষী এবারে বৃদ্ধের সেলের তালা খুলে দেয়। বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে শুয়ে পড়ে। প্রথম কারারক্ষী বৃদ্ধের পায়ের চেটোয় চাবুক মারতে থাকে। বাইরে এইসময় একটা হৈ-হট্টগোল শোনা যায়। দরজায় কারা ভীষণ ধাক্কা মারছে।)

নেপথ্য কণ্ঠ (অনেকের গলা) : দরজা খোল... কে আছে ভেতরে...? দরজা খোল.. (সাথে দরজায় ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ)

কারারক্ষী ১ : আমার মনে হয় মন্ত্রী-টন্ত্রী কেউ এসছে বোধয় ইন্সপেক্শনে

কারারক্ষী ২ : মন্ত্রী? মন্ত্রী এলে তো আগে আমাদের জানানো হ'ত।

বৃদ্ধ : দ্যাখো গিয়ে কাউকে হয়ত হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে

যুবক : আচ্ছা, এটা কি স্নানের সময়? তিন মাস হয়ে গেল, না? গত বছর শরৎকালে আমরা বোধয় শেষবার স্নান করেছিলাম। হ্যাঁ, ঠিক শরৎ। (বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে) মনে পড়ছে আপনার? গাছের পাতাগুলো হলুদ হয়ে যাচ্ছিল...

বৃদ্ধ : এঃ ! মনে পড়বে না ! পায়ের তলায় প'ড়ে পাতাগুলো কির'ম মশ্‌মশ্‌ মশ্‌মশ্‌ ক'রে ভেঙে যাচ্ছিল... আমি তো সেই শব্দটাও শুনতে পাচ্ছি কানে। আআহহঃ !... কি ভালোই না লাগছিল। জানো কমরেড, শরৎ আমার সবসময় প্রিয়। বসন্ত বলো কি গ্রীষ্ম, শরতের জুড়ি নেই।

নেপথ্য কণ্ঠ (অনেকের গলা) : দরজা খোল শিগগিরি... সারেণ্ডার করতে বলছি তোমাদের.. নইলে আমরা ভেঙে ফেলবো দরজা...

কারারক্ষী ১ : কারা এরকম গোলমাল করছে বাইরে?

নেপথ্য কণ্ঠ (অনেকের গলা) : দেশে বিপ্লব হয়ে গেছে... দরজা খোল শিগগিরি... নইলে আমরা ভেঙে ফেলবো...

বৃদ্ধ : (জোরে হাসি) আমার মনে হয় কয়েদীগুলো মজা করছে... শালা, পাগল সব... বলে কিনা দেশে বিপ্লব হয়ে গেছে... হেঃ!

নেপথ্য কণ্ঠ (অনেকের গলা) : দরজা খোল বলছি... দরজা খোল

কারারক্ষী ২ : কে তোমরা? পারমিশন ছাড়া আমি দরজা খুলতে পারবো না... সুপারের পারমিশন নিয়ে তারপরে এসো

নেপথ্য কণ্ঠ (অনেকের গলা) : আমরা সুপারকে মেরে ফেলেছি। এক্ষুনি দরজা খোল। নইলে তোমাদেরকেও মরতে হবে। সবাই সারেণ্ডার করেছে, শুধু তোমরাই বাকি। তোমাদের জন্যে এটাই মঙ্গল, সারেণ্ডার করো... দরজা খোল বলছি

কারারক্ষী ১ : এরা কারা? এরকম চেঁচামেচি করছে কেন?

কারারক্ষী ২ : কুড়ি বছরে আমি এখানে কাউকে এরকমভাবে চেঁচাতে শুনিনি

বৃদ্ধ : আমি বাইশ বছরে কাউকে এরকম চেঁচাতে শুনিনি। অবশ্যই গার্ডরা বাদে। (দরজায় প্রবল ধাক্কা)

নেপথ্য কণ্ঠ (অনেকের গলা) : দরজা ভাঙলেই আমরা কিন্তু তোমাদের মেরে ফেলবো... এখনও বলছি দরজা খোল। বন্দীদের মুক্ত করে দাও

বৃদ্ধ : আমার ক্লান্ত লাগছে। আর পারছি না এভাবে শুয়ে থাকতে। (প্রথম কারারক্ষীকে) শুনছেন? আমি কি আমার সেলের ভেতরে যেতে পারি?

(দরজায় আওয়াজ হতে থাকে, সাথে বাইরের হৈ হৈ)

কারারক্ষী ১ : (হাতের চাবুকটা শক্ত ক'রে ধ'রে, দরজার দিকে তাকিয়ে) এরা কারা? কি চায়? কোনো গুণ্ডা-বদমাশ নাকি? টেররিস্ট?

কারারক্ষী ২ : বুঝতেই তো পারছি না ! আমি যদ্দিন আছি কোনোদিনও এরকম শুনিনি।

(দরজায় আওয়াজ চলতেই থাকে। সাথে চিৎকার)

যুবক : (চেঁচিয়ে) এ্যাই কি বলছো তোমরা? মানেটা কি এসবের?

কারারক্ষী ১ : কুড়ি বছর আমি এখানে চাকরি করছি, কেউ এভাবে দরজা ধাক্কা দেয়নি। এমন কি সুপার কি গভর্ণর এলেও আস্তে টোকা দেয়।

যুবক : আমার মনে হয় না কোন কয়েদী এরকম করার সাহস পাবে। এরা নিশ্চই জেলখানার গার্ড

কারারক্ষী ২ : গতবার আমার ছেলে যখন এসছিল আমার সাথে দেখা করতে, তখন ও বলছিল, চারদিকে নাকি অদ্ভুত কি সব গণ্ডগোল হচ্ছে। হয়ত ঠিকই বলছিল ও।

নেপথ্য কণ্ঠ (অনেকের গলা) : আমরা দরজা ভেঙে ফেলছি... সব সেল খুলে দিয়েছি আমরা... সব কয়েদী বেরিয়ে গেছে... শুধু এই সেলটাই বাকি... দরজা খোল বলছি এখনও... সব কয়েদীরা বলেছে এখানে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে সেল আছে...

বৃদ্ধ : মিথ্যে কথা। বাজে কথা যত। আমরা কোনো আণ্ডারগ্রাউণ্ডে নেই

নেপথ্য কণ্ঠ (অনেকের গলা) : চুপ কর ! শালা, সরকারের দালাল... সি.এই.এ.-র চর... এক্ষুনি আমরা দরজা ভেঙে ফেলবো। একটাকেও ছাড়ব না.. সবকটা মরবি... (দরজা ভেঙে যায়। মঞ্চে ঢুকে পড়ে একদল লোক। ওদের হাতে বন্দুক। রক্ষীরা ওদের আটকাতে যায়। লোকগুলো গুলি ক'রে মেরে ফেলে দুজন রক্ষীকেই।)

লোকেরা : আল্লা হো আকবর ! আল্লা হো আকবর ! (নিজের সঙ্গীদের) চলে এসো চলে এসো, সবকটা মরে গেছে। (স্লোগান দিতে থাকে – 'আমাদের নেতা খোমেইনি.. আমাদের নেতা খোমেইনি... খোমেইনি জিন্দাবাদ!') [কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে থেকে আসা লোকেরা ভেতরের আলো-আঁধারির জন্যে ভালো ক'রে দেখতে পায় না। একটু পরে চোখ ধাতস্থ হলে, বৃদ্ধকে দেখিয়ে—]

ইশশ ! এই বুড়ো লোকটাকে চাবুক মারছিল ওরা !

২য় লোক : বাকি কয়েদীরা কোথায়? (দুই বন্দী ভীত। শান্ত। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ায়, দৌড়ে ঢুকে যায় নিজের সেলে)

৩য় লোক : মনে হচ্ছে এরা ছাড়া এখানে আর কোন কয়েদী নেই। (দুই বন্দীকে) চলো চলো বাইরে এসো... (দুই বন্দী সেলের একদম কোণে দেওয়ালে সেঁটে রয়েছে ভয়ে, বাইরে বেরোয় না)

৪র্থ লোক : (৩য় লোকটিকে উদ্দেশ্য ক'রে) দেরি করা যাবে না, দাঁড়িও না এখানে বেশিক্ষণ। আমাদের সবকটা জায়গা খুঁজে দেখতে হবে, সব কয়েদীর কাছে যেতে হবে। (একজন লোক, যার হাতে অনেকগুলো বন্দুক, সেলদুটোর দরজা খুলে দেয়। সেলের সামনে বন্দুক রেখে দেয় দুই বন্দীর জন্য)

২য় লোক : (দুই বন্দীকে) চলো চলো বেরিয়ে এসো তোমরা। বন্দুকগুলো আমরা গার্ডদের থেকে পেয়েছি। সবকটা গার্ড মরে গেছে। ভয় নেই, শিগগিরি বেরিয়ে এসো... কেউ নেই, সবাই মরে গেছে। বেরিয়ে এসো.. চলো চলো.. (সব লোক বেরিয়ে যায়। দুই বন্দী অবাক হয়ে বন্দুক দুটো দেখতে থাকে। যুবকটি বন্দুকের কাছে যায়, ধরতে যায় ওটা)

বৃদ্ধ : খবরদার ! ধরবে না ওটা। ফেলে দাও। ফেলে দাও বলছি। (বৃদ্ধ তার নিজের সেলের সামনে প'ড়ে থাকা বন্দুকটা তুলে ছুঁড়ে দেয় দূরে, যুবক তাকে নকল করে। এবারে বৃদ্ধ নিজের সেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ম'রে প'ড়ে থাকা দ্বিতীয় কারারক্ষীর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে আবার নিজের সেলে ঢুকে যায়। তালা দেয় সেলে। চাবিটা ছুঁড়ে দেয় দ্বিতীয় কারারক্ষীর মৃতদেহের দিকে। আলো নেভে।)

দৃশ্য ২

(মঞ্চ আগের দৃশ্যের মতোই। পাশাপাশি দুটো সেলে বৃদ্ধ ও যুবক। পায়ে শেকল। সেলের দরজায় তালা। মঞ্চে প'ড়ে আছে দুই রক্ষীর মৃতদেহ। একটি লোকের প্রবেশ)

লোক : একি ! আপনারা এখনও এখানে ! আরে খোমেইনি ফিরে এসছে। শাহ্ আর নেই। আমাদের বিপ্লব সফল। সব অ্যামেরিকানগুলো পালিয়েছে। (রক্ষীদের দেহগুলো দ্যাখে, কষ্ট ক'রে টেনে মঞ্চের এক কোণে সরিয়ে রাখে) সবকটা সি.আই.এ.-র চর ছিল, বুঝলেন? আরে ভয় পাবেন না। বেরিয়ে আসুন। অন্য সব কয়েদীরা বেরিয়ে গেছে। কেউ নেই আর জেলে। সবাই বিপ্লবীদের সাথে যোগ দিয়েছে। সরকারের সবকটা টিকটিকির নাম আমরা জেনে গেছি। এবারে কে বাঁচাবে ওদের! বাইরে গিয়ে দেখুন, কি হচ্ছে চারদিকে। ছেলে বুড়ো জোয়ান সবাই বেরিয়ে এসছে রাস্তায়। সবার মুখে স্লোগান—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক ! খুনি পুলিশের মুণ্ডু চাই ! চলুন চলুন, বেরিয়ে আসুন। (চমকে গিয়ে, সেলের তালা বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে) একি ! দরজায় তালা দিলো কে!? গার্ডগুলো কি বেঁচে আছে নাকি এখনও! (বৃদ্ধকে) কে তালা দিয়েছে? চাবিটা কোথায়?

বৃদ্ধ : ঐ খানে (দ্বিতীয় রক্ষীর মৃতদেহের দিকে দেখিয়ে)

লোক : কোথায়? (দ্বিতীয় রক্ষীর কাছে প'ড়ে থাকা চাবিটা নিয়ে সাবধানে চারদিক তাকিয়ে সেলের দরজার দিকে এগোয়) তাড়াতাড়ি করুন। আর দেরি করবেন না। আসুন তাড়াতাড়ি। আমি বাকিদের বলে দিচ্ছি ওরা চারপাশে ভালো ক'রে খুঁজে দেখবে আর কেউ আছে কিনা। (বৃদ্ধ হাসতে থাকে। ক্রমে হাসি জোরে হ'তে থাকে। যুবকও হাসতে থাকে এবার। জোরে। লোকটি একটু ঘাবড়ে যায়। সে-ও এবারে হাসতে চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে লোকটির এবং যুবকের হাসি থেমে যায়। বৃদ্ধ হাসতেই থাকে।)

(লোকটি বাইরের দিকে তাকিয়ে মানে মঞ্চের উইংসের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে) হেই, কে আছিস তোরা? আয় তো এদিকে... এদিকে আয়.. (কয়েকজন লোক ঢোকে। তাদের মুখে দাড়ি। মাথায় একটা সবুজ কাপড় বাঁধা প্রত্যেকের) আরে, এদের সেলের দরজা কেউ আটকে দিয়ে চলে গেছে। আর এখন এরা কিছুতেই বেরোতে চাইছে না। আমার মনে হয় বোধয় ভয় পেয়ে আছে খুব।

২য় লোক : (দুই বন্দীকে উদ্দেশ্য ক'রে) ভয়ের কিছু নেই... বাইরে চলে আসুন...

৩য় লোক : ওরা বোধয় জানে না যে আমাদের বিপ্লব সফল হয়েছে। তুমি বলেছ ওদের যে ইমাম খোমেইনি দেশে ফিরে এসছে?

১ম লোক : না, মানে.. (বন্দীদের দিকে) দেখুন, শাহ্ পালিয়ে গেছে। শাহ্-র সব সাঙ্গপাঙ্গরাও হয় পালিয়েছে, নয় ধরা পড়েছে আমাদের হাতে। সব্বাইকে মেরে ফেলেছি আমরা। সবকটা শেষ। আর ভয়ের কিচ্ছু নেই। দয়া ক'রে বেরিয়ে আসুন এবারে...

২য় লোক : বেচারা! লোকদুটো জানেই না কি হয়ে গেছে দেশে

৩য় লোক : আরে চলুন তো আমাদের সাথে। দেখুন না বাইরে গিয়ে কি হচ্ছে। সব থানা, আর্মি ক্যাম্প আমরা দখল ক'রে নিয়েছি। সব লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। সব আমাদের হাতে এখন।

বৃদ্ধ : এগুলো সব বাজে কথা। মিথ্যে বলছেন আপনারা। আমরা জেলখানার নিয়ম মেনে চলি, বুঝেছেন?

১ম লোক : কিসের জেল? আপনি স্বাধীন ! (সেলের দরজা খুলে দেয়) বেরিয়ে আসুন। এখানে কোনো জেল নেই।

বৃদ্ধ : দেখুন, এরকম ঘটনা আগেও অনেকবার ঘটেছে। এই নিয়ে আমি এটা পাঁচবার দেখলাম, গার্ডরা নিজেদের মধ্যে মারামারি ক'রে মেরে ফেলছে একজন আরেকজনকে।

৩য় লোক : গার্ড? কোন্ গার্ড? আমরা তো...

বৃদ্ধ : আপনারা ওদেরকে মেরেছেন কেননা আপনাদের মধ্যে নিশ্চই কোনো কিছু নিয়ে ঝামেলা ছিল। আপনাদের নিজেদের ব্যাপারে আমাদের নাক গলাতে নিষেধ আছে। (যুবককে উদ্দেশ্য ক'রে, যেন সে শুনতে পাচ্ছে না, তাকে শোনাবার জন্য) আমরা শুধুমাত্র ওদের কথাই মেনে চলতে পারি, তাতেই আমাদের লাভ।

২য় লোক : পাগল নাকি !? হ্যাঁ? পাগল না হলে জোর ক'রে সেধে জেলে থাকার কারণ কি !

বৃদ্ধ : ঠিক ভাষায় কথা বলুন গার্ড। আমাদের অপমান করতে পারেন না আপনি। আমরা রাজনৈতিক বন্দী। একজন রাজনৈতিক বন্দীকে সম্মান দিয়ে কথা বলাটা আপনার ডিউটির মধ্যে পড়ে।

১ম লোক : আজব তো ! এ নিশ্চই পাগল। আরে আমি এখানে আসার আগে ঐ লোকটা আপনাকে চাবুক মারছিল। তখন কোথায় ছিল সম্মান?

বৃদ্ধ : জেলখানার নিয়ম আলাদা।

৩য় লোক : আচ্ছা এই লোকটা শাহ্-র দলের লোক না তো? শোনো তো কি বলে ও..

২য় লোক : আপনারা কি বিশ্বাস করতে পারছেন না দেশে একটা বিপ্লব হয়ে গেছে?! আসুন, হাতটা দিন। বেরিয়ে আসুন। (বৃদ্ধ পিছিয়ে যায়) এই জেলখানার বাইরে পা রাখুন। দেখুন, নিজের চোখে দেখুন রাস্তায় রাস্তায় কিভাবে লোক জড়ো হয়েছে, তারা কি স্লোগান দিচ্ছে।

বৃদ্ধ : আমরা সবটাই জানি। আমাদের বাইরে যাবার দরকার নেই।

১ম লোক : আমি নিশ্চিত এই লোকগুলো পাগল। অন্ততঃ পলিটিক্যাল প্রিজনার নয় এরা। দ্যাখো, এদের পায়ে শেকল বাঁধা। কোনো পলিটিক্যাল প্রিজনারের শেকলে পা-বাঁধা থাকবে?

৩য় লোক : একেবারেই তাই, কোনো সুস্থ লোক নিজেকে কখনো জেলে ঢুকিয়ে রাখে!

ছাড়ো এদের। আমরা যাচ্ছি। (যুবকের দিকে) তুমি থাকবে এখানে? (যুবকটি বৃদ্ধের দিকে তাকায়। এবং নিরুত্তর থাকে। লোকগুলো বেরিয়ে যায়। দুই বন্দী নিজেদের সেলের দরজা আটকে দেয়।)

নেপথ্য কণ্ঠ : দরজা খোলা থাক। পরে ঠিকই বেরিয়ে আসবে ওরা...

বৃদ্ধ : আমার মনে হয় ওরা কোনো চাল খেলছে আমাদের সাথে। আমি তোমাকে বলছি কমরেড, কিচ্ছু বদলায় নি। মানে, বদলাবেটা কী? কী বদলাবে শুনি? গত বাইশ বছর আমি এখানে, এই জেলের ভেতরে আছি, এইটুকু সময়ের মধ্যে আমরা ফিউডালিজম থেকে ক্যাপিটালিজমে, ক্যাপিটালিজম থেকে সোশ্যালিজমে চলে যেতে পারি না। এটা হয় না। এভাবে হয় না। অসম্ভব ব্যাপার।

যুবক : কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে নতুন কিছু একটা হয়েছে বাইরে

বৃদ্ধ : যেটাই হোক সেটা কোনো বিষয় নয়। যে লাল সূর্যোদয়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি তা' অন্য কিছু। হতে পারে ফিউডালিস্টরা হয়ত নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে নিজেদের জমি নিয়ে, ক্ষমতা নিয়ে।

যুবক : ঠিক। ঠিক বলেছেন আপনি। আমরা এত তাড়াতাড়ি সোশ্যালিজম আশাই করতে পারি না। এটা অবাস্তব। দেশে ক্যাপিটালিজম পুরোপুরি ছড়াতেই অনেক লম্বা সময় নেবে এখনও। তারপর তো তাকে বেড়ে উঠতে হবে। তবেই না হবে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রাম।

(আলো নেভে)

দৃশ্য ৩

(নিজেদের সেলের ভেতরে যুবক ও বৃদ্ধ ঘুমোচ্ছে। বৃদ্ধের নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মঞ্চে কয়েকজন লোকের প্রবেশ। তাদের সাথে নতুন একজন কয়েদী। এই কয়েদীটি দেশের গুপ্তচর বাহিনীর সদস্য।)

১ম লোক : ঢুকিয়ে দে টিকটিকিটাকে সেলের ভেতরে... এ্যাদ্দিন যাকে পেয়েছে এইখানেই ধ'রে ধ'রে ঢুকিয়েছে সবাইকে.. এবার নিজে থাক...

গুপ্তচর : (লোকগুলোর পায়ের কাছে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, কাঁদতে কাঁদতে) বাঁচাও আমাকে... বাঁচাও... এইখানে আমি একা থাকতে পারবো না... ম'রে যাব... আমাকে রেখো না এখানে... ক্ষমা চাইছি... বাঁচাও...

২য় লোক : শালা, খোঁচড়.... যেমন কাজ করে এসছিস এ্যাদ্দিন... (বৃদ্ধের সেলে নতুন কয়েদীকে ঢুকিয়ে দেয়) এবার তার ফলটা ভোগ করবি না?!

৩য় লোক : (বাকি সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে) ছাড়ো ছাড়ো.. চলো তো.. কথা বাড়িও না এর সাথে... এই সবকটা খোঁচড়কে আমরা জেলে ঢোকাবো...

বৃদ্ধ : আচ্ছা আমার এখানে জায়গা তো... বলছি যে নতুন একটা জেল তৈরি হবে শুনছিলাম, হয় নি এখনও?

১ম লোক : এঃ! কি দারুণ দিন কাটাচ্ছেন উনি এখানে... আরো একটা জেল চাই ! জায়গা না হ'লে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমাদের অনেক কাজ আছে.. এই চলো তো চলো

যুবক : আপনারা চাইলে ওঁনাকে আমার সেলে রাখতে পারেন। কোনো ব্যাপার না। কিন্তু একটা শর্ত,

উনি আমার জিনিসে হাত দেবেন না। (কোণ থেকে নিজের টাওয়েলটা তুলে) এটা আমার নিজের টাওয়েল।

২য় লোক : (গুপ্তচরের উদ্দেশ্যে) আহ্! আসুন বেরিয়ে আসুন। (গুপ্তচরকে যুবকের সেলে ঢুকিয়ে দেয়) কি সাঙ্ঘাতিক শপথ ভাবা যায় !

৩য় লোক : চলো এবারে...

১ম লোক : (লোকগুলো বেরিয়ে যায়, যেতে গিয়ে বেরোবার আগে একজন মাঝপথে ফিরে এসে গুপ্তচরের উদ্দেশ্যে) এই যে টিকটিকি... ভালো ক'রে শুনে রাখো, পালাবার চেষ্টা করবে না একদম। এই লোকদুটো কিন্তু তাহলে ছিঁড়ে খাবে। মনে থাকে যেন, নইলে এমন জায়গায় নিয়ে রাখবো আর বাঁচার রাস্তা পাবে না। (প্রস্থান)

যুবক : কমরেড ! ইউ আর ওয়েলকাম (গুপ্তচরের উদ্দেশ্যে)

বৃদ্ধ : আপনি লেফটিস্টদের কোন্ গ্রুপে আছেন? (কোনো উত্তর নেই)

যুবক : মানে উনি বলতে চাইছেন আপনি এ্যারেস্ট হলেন কেন? কি জন্যে ওরা ধ'রেছে আপনাকে? উনি আর আমি দুজনেই একই লেফট অর্গানাইজেশন করতাম। উনি যদিও আমার ওপরে ছিলেন। আমি ওঁনার কয়েকবছর পরে অ্যারেস্ট হয়েছি। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক সেই স্কোয়্যাডে থাকতে। কিম্বা তারও আগে...

বৃদ্ধ : কমরেড, এত তাড়াহুড়ো নয়। ওকে আমাদের ব্যাপারে এত তথ্য দিও না। আগে আমাদের ওকে বুঝতে দাও।

গুপ্তচর : তোমরাও কি কয়েদী?

বৃদ্ধ : (হাসি) তুমি কি আমাদের গভর্ণর ভেবেছিলে নাকি? আমাদের পায়ে কি? শেকল দেখছ না?

গুপ্তচর : মানে? ওরা.. ওরা কি আমার পায়েও শেকল বাঁধবে নাকি!!? দ্যাখো.. বলছি যে.. এখান থেকে কোনো পালাবার রাস্তা জানো তোমরা?

বৃদ্ধ : পালানো? সেকি? তোমার কি কোনো তাড়াহুড়ো আছে নাকি! আচ্ছা বেশ, চলো ধরেই নিলাম তুমি পালালে। কিন্তু আমাকে বলো তো, একা একা তুমি কী করতে পারবে? বাইরে গিয়ে একা তুমি কি বদলাবে? ইতিহাসে একটা লোক কী করতে পারে? ব'সো, ব'সো, অপেক্ষা করো, সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করো ব'সে। শুধু চেষ্টা করো পার্টির সাথে থাকতে।

গুপ্তচর : কিন্তু এই লোকগুলো কাউকে মারার আগে ওয়ার্নিং-ও দেয় না। ওরা আমাদের এক্ষুনি মেরে ফেলবে। তোমার কাছে চুলের ক্লিপ বা ওরকম কিছু আছে? আমি দরজাটা খুলতে চাই...

যুবক : উনি কিন্তু সত্যিই খুব আশাবাদী ! কত বছর হল আপনি জেলে আছেন?

গুপ্তচর : বছর.....!!

বৃদ্ধ : তিন বছর হ'ল আমি এখানে একজন কয়েদীকে দেখছি যে এখানে কম করে হলেও দশ বছর আছে। কিন্তু, আমার মনে হয় না তুমি বছর পাঁচেকের বেশি আছো।

গুপ্তচর : পাঁচ বছর !! কিন্তু আমি তো জেলে একটু আগেই এলাম...

বৃদ্ধ : একটু আগে !

গুপ্তচর : হ্যাঁ... আমি তো শ্বশুরবাড়িতে ছিলাম... সেইখান থেকে তুলে নিয়ে এলো... ভাবুন তো ! সবজায়গায় ওরা খুঁজতে বেরিয়ে গেছে। সরকারের লোক ব'লে যাকে চেনে তাকেই ধ'রে ফেলছে।

বৃদ্ধ : কারা? কারা করছে এসব?

গুপ্তচর : সবাই। কলেজ ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট থেকে শুরু ক'রে কারখানার লেবার। সবাই। সাথে পিপ্‌ল্‌স গেরিলা পার্টিও আছে। ওরা সব জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে সরকারের সব অফিসার-কর্মচারীদের বের করছে। (কাঁদতে থাকে) কিন্তু আমি তো একটা সাধারণ কেরানী। গোয়েন্দা অফিসে চাকরি করলেই কেউ গোয়েন্দা হয় নাকি? আমি ওদের কত চেষ্টা করলাম বোঝাতে, একটা ছোট্ট অফিসের ম্যানেজার আমি। কিন্তু ওরা তো শুনলই না আমার কথা..

বৃদ্ধ : হুম্‌। তুমি নিশ্চই তোমার কাজে কোনো ফাঁকি দিয়েছ। তুমি ইয়েকে চেনো... ইয়ে... মিস্টার... মিস্টার... কি যেন নাম ছিল... মিস্টার সাদেগি? উনিও তো গোয়েন্দা বিভাগে ছিলেন। অল্প কয়েকদিন ছিলেন উনি এখানে। ওঁনার জন্যেই আমাদের এইখানে অবস্থাটা একটু ভালো হয়েছে। আহ্‌! কি দারুণ আড্ডা হত ওঁর সাথে। কত বিষয় নিয়ে কথা হত আমাদের। সত্যিই কতদিন আগের কথা। নাইন্টিন ফিফটি ওয়ান ! অয়েল ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে লেবারদের মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে আমাদের ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তখন কি জোরদার আন্দোলন করছে। অয়েল কোম্পানির ন্যাশনালাইজেশনের বিরুদ্ধে পার্টি তখন সোচ্চার। রাস্তায় নেমে এসেছে লোকজন। পুলিশ লাঠি চালাচ্ছে। গুলি চালাচ্ছে। কতজন অ্যারেস্ট হল। আমিও হলাম। তার কিছুদিন পরে কি একটা কারণে যেন অ্যারেস্ট হলেন মিঃ সাদেগি। অল্প কয়েকদিনই ছিলেন। দারুণ মানুষ। (নীরবতা। বৃদ্ধ তাঁর স্মৃতিতে ডুব দেয়।) হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম? ওহ্‌! তাহলে তুমি বলছো তুমি গোয়েন্দা অফিসে চাকরি করো।

যুবক : তাহলে বাইরে কি সত্যিই কিছু একটা ঘটছে?

বৃদ্ধ : কমরেড, তুমি কিন্তু আবার তাড়াহুড়ো করছো। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখো। তাকে বিশ্লেষণ করো। ঘটার মতো কিছুই ঘটে নি। ঘটবেটাই বা কি! এই একটা সেমি-ফিউডাল সেমি-কলোনিয়াল দেশ ! কমরেড, তুমি বোধয় ভুলে যাচ্ছো, ক্যাপিটালিজমের সাম্রাজ্য বিস্তার আর তার ভেতরে থেকে শ্রেণীর যে সংগ্রাম— সেটাই কিন্তু মার্ক্সবাদ গ'ড়ে ওঠার মূল ভিত্তি।

যুবক : কিন্তু এও তো হতে পারে যে, আজকে দেশে যা-ই ঘটুক, তা' অতীতের কোনো ঘটনার রিপিটেশন নয়? আগের কোনো ভিতের ওপরেই হয়ত দাঁড়িয়ে নেই এটা? হতে পারে না?

বৃদ্ধ : না কমরেড, তা' নয়। যদি নতুন যুগ এসেই থাকে, তাহলে তার জন্য নতুন যে খাঁচা দরকার হবে সেটাও কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবে অতীতেরই সমালোচনামূলক সমাধানের ওপর। যখন ক্যাপিটালিজম তার বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে, এবং তার ফলাফলগুলো আমরা দেখতে পাবো, আর সেই সিস্টেমের মধ্যে শ্রেণি-সংগ্রাম আর শ্রমিক-শ্রেণীর লড়াই শুরু হবে, সেটাই মার্ক্সবাদ থেকে আমাদেরকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের দিকে নেবে। হ্যাঁ, এখন বাইরে যেটা হতে পারে, হয়ত সরকার নতুন ক'রে সবকিছু রিফর্ম করবে ব'লে ঘোষণা করেছে। আমরা এটা বিশ্বাস করি বা না-ই করি, আসল কথা কিন্তু যতক্ষণ না ক্যাপিটালিজম ফুলে-ফেঁপে বেড়ে উঠছে আর শ্রমিক-শ্রেণী জাগছে, ততক্ষণ কোনো খবর নেই। অন্ততঃ যে খবরের জন্যে আমরা অপেক্ষা করে আছি সে খবর তো নয়ই। (বাইরে থেকে কিছু লোকের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। কয়েকজন মিলে এক নতুন কয়েদীকে [ফিউডালিস্ট] নিয়ে ঢুকছে)

১ম লোক : (নতুন কয়েদীর উদ্দেশে) তোমাদের রক্ত খাওয়ার দিন শেষ। গরিব চাষির পেটে লাথি মেরে খাওয়া? এবারে তোমাদের সব জমি কেড়ে নেব আমরা... ব্যাটা সুদখোর... তোমার সব সুদের টাকা আর জমি এবার ভাগ হবে চাষিদের মধ্যে

২য় লোক : (যুবকের উদ্দেশে) তুমি কিন্তু ভুল করছো। বাঁচতে চাও তো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো। আর যদি বলো কোনো পাগলাগারদ চাই, তাহলে যাও অন্য কোথাও জায়গা খুঁজে নাও। আমরা এখন এই লোকগুলোকে ধ'রে ধ'রে জেলে ঢোকাবো।

বৃদ্ধ : ওকে আমার এইখানে ঢুকিয়ে দিন। এখনও জায়গা আছে আমার এখানে। আমরা একসঙ্গে থাকতে পারবো।

৩য় লোক : এরপরের বার এসে তোমাকে যদি দেখি, ছুঁড়ে ফেলে দেবো বাইরে। বুঝতেই পারছি না এই লোকগুলো এদেরকে পাহারা দেওয়ার জন্য ব'সে আছে কেন ! (লোকগুলো বেরিয়ে যায়)

গুপ্তচর : (নতুন কয়েদীর উদ্দেশ্যে) আপনিও কি গোয়েন্দা অফিসের লোক?

বৃদ্ধ : পাঁচ বছর ধ'রে আমি এর'ম একটা দিনেরই অপেক্ষা করছিলাম। দেরিতে হোক বা জলদি, এটা হওয়ারই ছিল। ফিউডালিজমের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত ঝুলি থেকে বেরিয়েই পড়ল তাহলে ! হু হু.. বেরোতে তো তাকে হতোই।

ফিউডালিস্ট : এসবের মানে কী ! অ্যাঁ? আমি একটা ফোন করতে চাই। হচ্ছেটা কী এগুলো? আমার একটা সম্মান আছে। আমার এলাকায় পঞ্চাশটা গ্রাম আমার নামে কাঁপে। কোত্থেকে কতগুলো ফালতু

চাষাভুষো আর কারখানার লেবার এসে আমাকে বললো জমি ছাড়ো, আর আমি ছাড়ে দেব ! মামা বাড়ি? ফোন কোথায়? আমি একটা ফোন করব খালি... দেখাচ্ছি তারপরে..

গুপ্তচর : ফোন ক'রেও কোনো লাভ নেই দাদা। আপনি যাদেরকে ফোন করবেন ভাবছেন, তারা হয় পালিয়েছে নয়তো জেলে ঢুকেছে। অবশ্য যদি বেঁচে থাকে। পুলিশ কন্সটেবল থেকে জমিদার কাউকে ছাড়ছে ওরা? তারচেয়ে বরং অন্য কোনো রাস্তা ভাবাটাই ভালো আমাদের পক্ষে।

বৃদ্ধ : চিন্তা কোরো না। ধীরে ধীরে তোমরা এই জায়গার সাথে মানিয়ে নেবে। জানো তো, জেলে প্রথম বছরটা খুব কঠিন। কিন্তু সেটা কেটে যাবে আসতে আসতে। দশ বছর পরে দেখবে এগুলোতেই অভ্যস্থ হয়ে যাবে তোমরা। জানো, (সেলের গরাদ ধ'রে) এই গরাদগুলো ছাড়া আমার জীবনটা এখন কি ভয়ঙ্কর কঠিন মনে হয় !? এগুলোকে না-ধ'রে আমি ভাবনা-চিন্তাই করতে পারি না আজকাল। এই দরজার বাইরে পা দিলে আমার সব শান্তি উবে যায়। একটা অজানা ভয় ঘিরে ধরে আমাকে। আমার চারিদিক এই খাঁচার গরাদে ঢাকা। এইখানে আমি নিরাপদ। আমার এই ভাবনার বিরোধীতা যদি কেউ করতে চায়, তাকে অবশ্যই আগে এই জায়গা থেকে ঘুরে আসতে হবে (সেলের দরজার দিকে দেখিয়ে)। আমরা আর তোমরা, আমরা সবাই এক, একইরকম, খালি একটাই পার্থক্য আমাদের।

যুবক : পার্থক্যটা হ'ল, তোমাদের সময় ফুরিয়ে গেছে। আর আমাদের সময় এখনও অনাগত।

বৃদ্ধ : ওয়েল ডান কমরেড ! আচ্ছা, কারখানাগুলোর খবর কি এখন? আমি শুনেছিলাম খুব রবরবিয়ে ব্যবসা চলছে নাকি? (অল্প সময় নীরবতা) জমিদারবাবু, আপনি দয়া ক'রে গরাদের সামনে থেকে সরে দাঁড়াবেন? (ফিউডালিস্টের উদ্দেশ্যে) আমার বুকটা ব্যথা করে ওগুলো দেখতে না পেলে।

যুবক : আচ্ছা ওরা যদি আরো লোককে ধ'রে আনে, তাহলে তো এখানে অত জায়গাই হবে না। আবার সেই আগের মতো অবস্থা হবে, দম বন্ধ করা, খাবার নেই...

বৃদ্ধ : রাজা আসে রাজা যায়। কমরেড, তোমাকে ভাবতে হবে আগামী তিরিশ বছরের কথা, যখন ওরা এইরকম এক একটা সেলে পঞ্চাশ জন শ্রমিককে ঢুকিয়ে দেবে। ভাবো কমরেড, ভাবো একবার, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ! প-ঞ্চা-শ জন শ্রমিক তাদের ঘামে ভেজা শক্ত হাত রাখবে এই গরাদে, আর সবাই, সবাই গলা ছেড়ে এক সাথে একটাই গান গাইবে.. আহহহ্, কি অসাধারণ একটা দিন দেখতে পাচ্ছি... (বৃদ্ধ এবং যুবক একসাথে গান ধরে-- উই শ্যাল ওভার কাম সাম ডে)

যুবক : কিন্তু আমাদের কি এইভাবে অপেক্ষায় থাকাটা ঠিক কমরেড? আমাদের কি নতুন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে বসা উচিত নয় এই মুহূর্তে? একজন কমিউনিস্ট যখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যান, তিনি কি জলে থাকা মাছের মতো সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে যেতে পারেন আদৌ? বরং সে তখন একটা একলা মাছ। যাকে কুমির ঘিরে ধরেছে চারিদিক থেকে। আপনারা যখন গিলান ফরেস্টে শিয়াকলের

একটা ছোট্ট গ্রামকে মুক্তাঞ্চল করেছিলেন, আর্মি ক্যাম্প দখল ক'রে নিয়েছিলেন, কই সেই সময়েও তো মানুষের সাথে প্রত্যক্ষভাবে...

বৃদ্ধ : আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছো কমরেড। কিন্তু যখন আমাদের দলের ছেলেরা শ'য়ে শ'য়ে খুন হচ্ছিল একের পর এক। পার্টি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। সেন্ট্রাল কমিটির সব নেতারা এক এক ক'রে ধরা পড়ছে। কিংবা মার্ডার হচ্ছে। দল তখন নিজেকে গুটিয়ে আনবেই। শিংওয়ালা চতুষ্পদ জন্তু যেভাবে শিঙের গুঁতো মারার আগে দু-পা পিছিয়ে আসে। সেইভাবে পিছিয়ে আসবে না-হয় দু-কদম। হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের থিওরেটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ককে আরো আরো এক্সপ্লোর করতে হবে, ডেভেলপ করতে হবে। নিশ্চই করতে হবে। কিন্তু তার আগে আমাদের এটা পরিষ্কার ক'রে বুঝে নিতে হবে এর কাছ থেকে আমরা ঠিক কী চাই? কী চাইছি? এই ফ্রেম কিন্তু মার্ক্স-লেনিনের কোনো থিওরেটিক্যাল কাজের কয়েকটা সংকলন নয়। কিংবা ওঁনাদের প্র্যাক্টিসের কোনো থিওরেটিক্যাল যোগফলও নয়। সেটা হবেও না কোনদিন।

যুবক : এটা যে একটা অর্গ্যানিক হোল (organic whole) এ তো আর নতুন্ ক'রে বলার অপেক্ষা রাখে না কমরেড। আপনি নিশ্চই কমিউনিজমের ক্লাসরমে কোনো বিগিনারকে পড়া বোঝাচ্ছেন না।

বৃদ্ধ : শুধু একটা অর্গ্যানিক হোল? আর কিচ্ছু না !? এর প্রত্যেকটা স্তর, প্রত্যেকটা স্তর তখনই ডেভেলপ করতে পারবে একমাত্র যখন তোমার প্র্যাক্টিসে এই থিওরির সাধারণ অর্থ এবং প্রকৃত বিষয়বস্তুগুলি পুরোপুরি উপস্থিত থাকবে।

যুবক : আপনি এটা কেন ভুলে যাচ্ছেন যে, মার্ক্সের সময়ে মার্ক্সবাদ আর লেনিনের সময়ের মার্ক্সবাদ-- এ দুটো এক জিনিস নয়? এদের মধ্যে একটা বিরাট গুণগত পার্থক্য আছে। আছেই। আসলে মুশকিলটা কি জানেন কমরেড, আপনি হয়তো ভেবেছিলেন, মার্ক্সের থিওরি একটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের মতো। ব্যাঙ্কে রাখলে সুদে বাড়ে।

বৃদ্ধ : (রেগে উত্তেজিত) কমরেড, তুমি কিন্তু পার্টি লাইনকে বিশ্বাস করছো না, বরং প্রশ্ন তুলছো। তোমাকে কিন্তু এর জন্য পলিটব্যুরোতে...

যুবক : হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ....

গুপ্তচর : তোমরা খামোকা সময় নষ্ট করছো। ওরা এলেই আমাদের স্রেফ মেরে ফেলবে! ওরা কাউকে ভয় পাচ্ছে না... মাথায় রক্ত উঠে গেছে যেন ওদের... এত হিংস্র হয়ে গেছে... । আমাদের এক্ষুনি যে ক'রেই হোক এখান থেকে পালাবার একটা উপায় ভাবতে হবে। নইলে আর বাঁচা যাবে না। কোনোভাবে এই তালাটা তোমরা খুলতে পারবে না? চুলের ক্লিপ বা ঐরকম কিছু নেই? (নিজের

পকেটে হাতড়াতে থাকে) আমার পকেটে কিছু কাগজপত্র আছে। এগুলো সঙ্গে রাখাটা বিপজ্জনক। কোথায় ফেলা যায় এগুলো?

ফিউডালিস্ট : আমি তো এই ছাতার মাথা আন্দোলনের মাথা মুণ্ডু কিসুই বুঝতে পারছি না। হচ্ছেটা কি সারা দেশে ! দেড় দুবছর ধরে শুনছি, দেখছি এগুলো... মানেটা কি এসবের? কি বলছেটা কি এরা? তোমরা জানো, একদিন ওভারসিয়ার এসে জানালো, গ্রামের সব চাষি নাকি একজায়গায় জড়ো হয়েছে। কে একজন ওদের নেতা... কি নাম ... যাক্‌গে... সে নাকি বলেছে কোনো জমিতে যে চাষি সাত বছর বা তার বেশি সময় ধ'রে কাজ করছে, সে জমি সেই চাষির। শুনে আমি ওভারসিয়ারকে বললাম, যাও, ওদেরকে গিয়ে বলো আমি এই জমিতে সত্তর বছর ধ'রে কাজ করছি। জমিতে কাজ করা মানেই ফসল ফলানো না, চাষ করা না, বা ফসল কাটা না। আর কারা এরা? কে এদের মাথা? সাহস হয় কি ক'রে এদের আমার বিরুদ্ধে কথা বলতে ! এক রাত্রে হঠাৎ ওরা আমার বাড়ি ঘিরে ফেললো চারিদিক থেকে। জানলা দিয়ে দেখলাম প্রত্যেকের হাতে বন্দুক, আর মশাল। আমাকে মারার জন্য এসেছে। কি ভয়ঙ্কর জিনিস হচ্ছে এগুলো ! একশোবার ক'রে আমি অফিসারদের বলেছি, বার বার বলেছি... আমাকে সিকিউরিটি দিন... একবার ভাবুন এই সমস্যাটা নিয়ে... একবার ভাবুন কি হচ্ছে এটা?

যুবক : ওহ্... তারমানে তো সত্যিই বাইরে একটা দারুণ কোনো ঘটনা ঘটছে... নতুন কোনো খবর আছে নিশ্চই...

বৃদ্ধ : আআআঃ ! অহেতুক কোনো স্বপ্ন দেখো না কমরেড। কোনো খবর নেই। কোনো খবর নেই। কোনো খবর নেই। আরে যখন কিছু ঘটবে, তার স্লোগান শুনতে পাবে তুমি। স্লোগান তোমাকে ব'লে দেবে কী হচ্ছে। ওরা একটা লোককে বার খাইয়ে ওপরে তুলেছে, আর তাকে দিয়ে বলাচ্ছে যে, সব জমি কৃষকদের। জমি দিয়ে হবেটা কি? ওটা কোন্ কাজের? ওটা একটা বুর্জোয়া শ্রেণির কাজ। আমরা ভাববো শ্রমিক শ্রেণিকে নিয়ে। মার্ক্স কোথাও পিজেন্ট্রি ক্লাসকে ওয়ার্কিং ক্লাস বলেন নি। ওরা রেভোলিউশন করে না। বিপ্লবে সহায়ক শ্রেণি হতে পারে। কিন্তু বিপ্লব নয়। তাহলে? সমস্যাটা কোথায়? দুঃখ কিসের তোমার? বি হ্যাপি কমরেড, বি হ্যাপি। ক্যাপিটালিজম যখন তার অন্তিম দশায় পৌঁছাবে, জানবে সোশ্যালিজম আর এক পা এগোলেই আছে। হাসো কমরেড হাসো, হাসো...

গুপ্তচর : এই কাগজগুলোকে যে ক'রেই হোক নষ্ট করে ফেলাটাই ভালো। ওরা আমার কাছে কোন প্রমাণ পেলে শেষ ক'রে দেবে একেবারে। (গুপ্তচর কাগজগুলো পকেট থেকে বের ক'রে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে থাকে, এবং ফিউডালিস্টের উদ্দেশ্যে বলে) আপনি কি কিছু কাগজ খেয়ে আমাকে একটু সাহায্য করবেন স্যর?

ফিউডালিস্ট : না। আমি প্রমাণ সংগ্রহ করছি। প্রমাণ ধ্বংস নয়। বরং আপনার কাছে পেন থাকলে আমাকে দিন। আমি এদের সম্পর্কে অভিযোগ জানাবো। আমাকে একটা কাগজ আর পেন দিন। আর প্লীজ কাগজগুলো খাবেন না। আমাকে দিন একটা কাগজ। আমি ওটার উলটো পিঠেই চিঠি লিখবো। চাষাগুলোর বারোটা বাজিয়ে ছাড়বো আমি।

বৃদ্ধ : (যুবকের উদ্দেশে) দেখলে? দেখলে তুমি? ফিউডালিজম আর ক্যাপিটালিজমের মধ্যে দ্বন্দ্বটা দেখলে? এটা বড়োজোর একটা কোনো কৃষক বিদ্রোহ। কিন্তু কোনো সলিউশন নয়। ক্যাপিটালিজমের রাস্তাকেই খুলে দেবে এটা।

গুপ্তচর : এতো কাগজ আমি একা খাব কি করে ! ওহ,... ওয়াক... তোমরা একটু হেল্প করো না আমাকে.. এগুলো ফেলার মতো কোনো জায়গা নেই এখানে?

যুবক : তোমার কাছেই রাখো ওগুলো আপাতত। যখন টয়লেটে যাবে ফেলে দেবে।

বৃদ্ধ : কিন্তু জেলখানার নিয়ম কাউকে টয়লেটে কোনো কাগজ ফেলার অনুমতি দেয় না। কেন তুমি ওকে এখানকার নিয়ম বহির্ভূত কাজ করতে জোর করছো !

গুপ্তচর : দেখুন দাদা, আমরা যদি সবাই একটু একটু ক'রে খেয়ে ফেলি কাগজগুলো, তাহলে কিন্তু সমস্যাটা মিটে যায়। (কেউ কোনো কথা বলে না। কেউ রাজি হয় না কাগজ খেতে।)

বৃদ্ধ : সবকিছু এখন অনিশ্চিত। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে পরিস্থিতির ওপর।

যুবক : তাহলে হোয়াট ইজ টু বি ডান?

বৃদ্ধ : নাথিং ! কিচ্ছু না। আমরা শুধু অবজার্ভ করবো। যা হচ্ছে তার ওপর খুঁটিয়ে নজর রাখবো। আর নিজেরা অ্যানালাইস করবো সেগুলোকে। (ফিউডালিস্টের উদ্দেশ্যে) প্লিজ জমিদারবাবু, আপনি গরাদটা ছেড়ে দাঁড়ান। আমাকে একটু চিন্তা করতে দিন। গরাদ না-ধ'রে আমি কিছু ভাবতে পারি না। (বাইরে আবার একটা হৈ-চৈ শোনা যায়। আরেকজন নতুন বন্দীকে [ক্যাপিটালিস্ট] নিয়ে আসছে কয়েকজন)

১ম লোক : এবার তো তোমাদের বেরোতে হবে। আমাদের নতুন গেস্ট এসেছেন...

যুবক : না। এখনও জায়গা আছে এখানে। ওঁকে আমার সেলে দিন।

২য় লোক : হয় তুমি পাগল, নয় তো কোনো চাল খেলছো। ধান্ধাটা কি বলো তো তোমার !? এই জেলের ভেতরে তুমি খুশি ! কিভাবে !? তুমি কি এই শেকলগুলো খুলতে ভয় পাচ্ছো? আছোটা কি জন্য এখানে! সরো তো সরো, সরো একদিকে। (নতুন বন্দীকে যুবকের সেলে ঢুকিয়ে দেয়)

ক্যাপিটালিস্ট : আমাকে কতদিন এখানে থাকতে হবে যদি বলেন... (একটু জোরে) আচ্ছা আমি কি একটা ফোন করতে পারি?

ফিউডালিস্ট : আমি আগে বলছিলাম। আপনার ফোন করতে হলে আমার পরে করবেন। আমি এক ঘন্টা আগে বলেছি।

২য় লোক : আমাকে সারাজীবনের জন্য কারখানা থেকে বের ক'রে দিয়েছিলি শালা, মনে পড়ে? পার্টি যদি আমার হাতে একবার তুলে দেয় না তোকে, শালা এক্ষুনি পুঁতে ফেলবো তোকে এখানে। (লোকগুলোর প্রস্থান)

বৃদ্ধ : ওদের কথায় কান দেবেন না। ওরা আপনার চিন্তা-ভাবনাকে গুলিয়ে দিতে চায়। (ক্যাপিটালিস্টের উদ্দেশ্যে) ওরা কি আপনাকে এইমাত্র অ্যারেস্ট করেছে? (কোনো উত্তর নেই)

যুবক : আপনি কি করেন? (উত্তর নেই)

বৃদ্ধ : আপনি কি এখানে এসে খুশি? (উত্তর নেই)

ফিউডালিস্ট : আপনি কি এটাই চেয়েছিলেন স্যর? (ক্যাপিটালিস্টের উদ্দেশ্যে) কি অবস্থা বানিয়ে দিলেন বলুন তো দেশটার ! আপনাদের কারখানা আর ইণ্ডাস্ট্রির ধাক্কায় তো গ্রামের লোকগুলো দম আটকে মরতে বসেছে। কিন্তু আপনার তাতে কি!? একের পর এক জমি নিয়ে নিচ্ছেন। কি? না, শিল্প হবে! বলি, ধানটা কি আপনার কারখানার মেশিনে বানাবেন? বিশেষ কৃষি অঞ্চলগুলোতে আপনারা বিশেষ শিল্প অঞ্চল বানাচ্ছেন, ভালো কথা। কিন্তু সেটাও তো ঠিক মতো করতে পারলেন না। দেখছেন তো শহরের লোকগুলো কির'ম ক্ষেপে গেছে আপনাদের ওপর। আরে লোকের বাড়ি জমি ভিটে মাটি কেড়ে কারখানা বানালে লোকে ক্ষেপবে না ! এখন তো সবাই রাস্তায় নেমে এসেছে। যে লেবারগুলো কাজ করে আপনাদের কারখানায়, তাদেরও তো ক্ষেপিয়ে দিলেন।

বৃদ্ধ : এরা সব একসাথে ঘোঁট পাকিয়েছে। আমাদেরকে এরা বিশ্বাস করাতে চায় এই লোকটা একটা বুর্জোয়া।

যুবক : আপনাকে ওরা অ্যারেস্ট করেছে কেন?

গুপ্তচর : বিনা কারণে। আমার মতো এ-ও নির্দোষ। আমি জানি ওঁনাকে। কোনো অপরাধই করেন নি উনি।

বৃদ্ধ : এরা সবাই ডাহা মিথ্যে বলছে। এই লোকটা একজন বুর্জোয়া ক্যাপিটালিস্ট হতেই পারে না। আমি সারাজীনের অর্ধেকটাই জেলে কাটিয়ে দিলাম, আমাকে ষড়যন্ত্রের শিকার বানানো সোজা কাজ নয় কমরেড। ক্যাপিটালিজম এখন যে জায়গায় আছে, মনে হয় আগামী পঞ্চাশ বছর বাদে একজন ক্যাপিটালিস্টকে আমরা এই জেলে ঢোকাতে পারবো। তার আগে নয়।

যুবক : কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে হয়ত ক্যাপিটালিস্টদের নিজেরদের মধ্যে কোনো মত নিয়ে ঝামেলা তৈরি হয়েছে।

ফিউডালিস্ট : (ক্যাপিটালিস্টের উদ্দেশ্যে) আপনাকে আমি আগে বলিনি বলুন আমাদের এই সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বের করতে হবে?

ক্যাপিটালিস্ট : আমি কি করব ! ফ্যাক্টরিতে যখন স্ট্রাইক শুরু হল, সব লেবার রাস্তায় নেমে পড়লো মিছিল করতে, মিটিং করতে, অবরোধ করতে। আমি সবসময় পুলিশ আর সিকিউরিটির সাথে যোগাযোগ রেখেছি সেই সময়। লোকজন এতোদিনে বুঝতে পেরেছে, তারা আসলে নিজেরাই নিজেদেরকে মারার খেলায় নেমেছে। আর গ্রামের উজবুক লোকগুলো সেটা বুঝলো না। আপনি তাদের কিছু বোঝাতেই পারলেন না। আপনি জমিগুলো ওদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিলেই তো পারতেন। ওরা তখন শহরগুলোর ওপর একটা চাপ তৈরি করতে পারতো।

ফিউডালিস্ট : হ্যাঁ, ঠিকই, আপনিও তো পারতেন আপনার ফ্যাক্টরিগুলো লেবারদের মধ্যে ভাগ ক'রে বিলিয়ে দিতে!

বৃদ্ধ : এদের কোনো কথায় কান দেওয়ার প্রয়োজন নেই কমরেড। আমাদের বিশ্বাস আর বিশ্লেষণে ফাটল ধরাবার জন্যে এরা সব হাত মিলিয়েছে। বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে দ্যাখো কমরেড, বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে দ্যাখো। একই সময়ে ফিউডালিজম আর ক্যাপিটালিজমকে দমন করা একটা অবাস্তব ব্যাপার। হ্যাঁ, একজন ধন কুবের বুর্জোয়া একজন পেটি বুর্জোয়াকে দমন করতে পারে।

ক্যাপিটালিস্ট : (ফিউডালিস্টের উদ্দেশ্যে) যখন আমি দেখলাম এই পুলিশ আর সিকিউরিটির লোকগুলো কোন কাজই করছে না, একটা হুলিগ্যানকেও ধরছে না, তখন আমি অ্যামেরিকার হেডঅফিসকে জানালাম।

বৃদ্ধ : দেখলে, দেখলে আমার কথাগুলো শোনার পরেই কিভাবে ওঁর যুক্তি পালটে দিল ! এরা সবাই একসাথে মিলে আমাদেরকে এটা বিশ্বাস করাতে চায় যে বাইরে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এই লোকটা যে একটা পেটি বুর্জোয়া আমি এটাও বিশ্বাস করতে পারছি না।

ফিউডালিস্ট : বাইরের অবস্থা সত্যিই ভীষণ খারাপ। এক তো আমাদের সবাইকে ধ'রে ধ'রে জেলে ঢোকাচ্ছে। এরা বন্দুক গুলি কিছুকেই দেখছি ভয় পাচ্ছে না। এ কি জঘন্য অবস্থা তৈরি হল দেশে !

ক্যাপিটালিস্ট : এটা? এটা তো একটা জঙ্গল ! এরা ঠিক মতো ইণ্ডাস্ট্রি করতে দেবে না। ফ্যাক্টরির জন্য জমি দেবে না। মানুষকে সিকিউরিটি দেবে না। আপনি যেখানে যাবেন, যা-ই করতে যাবেন আপনাকে পার্টির ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ওদেরকে খুশি করলে তবে আপনাকে কাজ করতে দেওয়া হবে। আর সবকিছুতে ওরাই শেষ কথা বলবে। আপনি যতোই খারাপ কাজ ক'রে থাকুন, একবার আপনি ওদের দলে ঢুকে যান, ব্যস্ আর আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।

ফিউডালিস্ট : এই সব ফালতু নোংরা লোকগুলোর সাথে ঝামেলায় জড়ানোর কোনো ইচ্ছে নেই আমার

ক্যাপিটালিস্ট : আমাদেরও কোনো আগ্রহ নেই স্যর। কিন্তু এখন যা অবস্থা দেখছি, এর'ম চললে এবারে সব ব্যবসা-পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য কোথাও যেতে হবে।

বৃদ্ধ : (যুবকের উদ্দেশ্যে) তোমার যদি মনে হয়, ওদের কথা তোমার মনে কোন প্রভাব ফেলছে তাহলে কানে আঙুল দাও কমরেড কানে আঙুল দাও। (বৃদ্ধ নিজের দু'কানে আঙুল গোঁজে। বাইরে আবার একটা হৈ-চৈ শোনা যায়।)

গুপ্তচর : ওই ওরা বোধয় আবার আসছে... মেরে ফেলবে... সব্বাইকে মেরে ফেলবে এবারে... (অস্থির হয়ে ওঠে)

ফিউডালিস্ট : চুপ ক'রে ব'সো। কিচ্ছু করবে না ওরা। ভুল ক'রে ধ'রে এনেছে আমাদের। শান্ত হয়ে ব'সো একজায়গায়।

ক্যাপিটালিস্ট : (বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে) আপনার কী মনে হয়? কি করবে ওরা আমাদের সাথে?

বৃদ্ধ : (দু'কানে আঙুল দেওয়া অবস্থায়) এসব ফালতু কথা বলবেন না আমাকে। আমি কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না আপনার কথা। (কয়েকজন লোক ঢোকে। একজন অ্যামেরিকানকে বন্দী ক'রে নিয়ে এসেছে।)

১ম লোক : এই যে তোমাদের মাস্টারমশাই এসে গেছেন। একেই দরকার ছিল তোমাদের।

২য় লোক : তাহলে? এবারে তো তোমরা সবাই একসঙ্গে হয়ে গেলে ! পার্টি হবে না একটা?

১ম লোক : (বৃদ্ধ এবং যুবকের উদ্দেশ্যে) তোমরা কি এখনও বেরোবে কিনা ঠিক করো নি?

৩য় লোক : আরে ওরা জেলে অপেক্ষা করছে মৃত্যুদণ্ডের আদেশটা পাওয়ার জন্য। ম'রে গেলেই বেরিয়ে যাবে।

বৃদ্ধ : গার্ড ! তোমরা আজকে আমাদের খাবার দিতে ভুলে গেছ...

৩য় লোক : ঐ দ্যাখো ! আবার বলে গার্ড ! আমরা গার্ড নই দাদা। কেন বুঝছেন না ! আর আমাদের কাছে কোনো খাবার নেই। আপনারা চাইলে এখনও বেরিয়ে যেতে পারেন জেল থেকে। (লোকগুলো মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়)

যুবক : আপনি কোথায় কাজ করেন কমরেড?

গুপ্তচর : উনি আমাদের ভাষা বুঝবেন না

যুবক : কেন ! উনি কোথায় থাকেন?

গুপ্তচর : মেড ইন অ্যামেরিকা

বৃদ্ধ : অ্যামেরিকা !! (প্রচণ্ড অবাক হয়ে) হাঃ হাঃ হাঃ এটা সত্যিই মিথ্যের চূড়ান্ত হয়ে গেল। অসম্ভব ব্যাপার এটা...

যুবক : তা' কি করেন উনি? (গুপ্তচরের উদ্দেশ্যে)

গুপ্তচর : (অ্যামেরিকানের উদ্দেশ্যে) হোয়াট ডু ইউ ডু?

অ্যামেরিকান : অয়েল অয়েল

গুপ্তচর : উনি বোধহয় তেলের খনিতে কাজ করেন

ক্যাপিটালিস্ট : (গুপ্তচরের উদ্দেশ্যে) আমি বুঝতে পারছি না তুমি দেরি করছ কেন!? তুমি যদি ওর ভাষাটা জানো তাহলে ওকে জিগ্যেস করো, বাইরের খবর কি? কি দেখে এলো এখন? জানতে চাও ওর কাছে। লাল ঝাণ্ডা গেরিলা পার্টির লোক কি এখনো মুক্তাঞ্চল ক'রে রেখেছে? নাকি পুলিশ গিয়ে অ্যারেস্ট করেছে ওদের? ফ্যাক্টরির খবর জানতে চাও..

ফিউডালিস্ট : আর গ্রামের খবরটাও ভাই.. আমার হয়ে একটু জিগ্যেস করো ওকে। জমিগুলো কি সব বিলিয়ে দেওয়া হল?

গুপ্তচর : দাঁড়ান দাঁড়ান। একটা একটা ক'রে জিগ্যেস করতে দিন। (অ্যামেরিকানের উদ্দেশ্যে) আপনি যখন এলেন এখানে, বাইরের অবস্থা কিরকম দেখলেন? এখনও কি গণ্ডগোল চলছে?

অ্যামেরিকান : হোয়াট ডু ইউ সে?

ক্যাপিটালিস্ট : আরে তুমি তো ইংরেজিতে বলছো না ! ও বুঝবে কি করে ! দাঁড়াও দাঁড়াও আমি বলছি

ফিউডালিস্ট : দাঁড়ান আমাকে একবার জিগ্যেস করতে দিন

গুপ্তচর : এরকম গণ্ডগোল করবেন না। উনি তো তাহলে আরোই কিছু বুঝতে পারবেন না। বলছি, ও দাদা, বাইরের খবর জানেন কিছু? পুলিশ কি ধরতে পারলো কাউকে?

অ্যামেরিকান : আই কাণ্ট স্পিক ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ

ক্যাপিটালিস্ট : ধ্যাত্তেরি ! বলছি ও মিস্টার... (অ্যামেরিকানের উদ্দেশ্যে) গেরিলা পার্টি.. রেড ফ্ল্যাগ..

ফিউডালিস্ট : সরুন তো ! আমাকে বলতে দিন... ফার্মার্স... ল্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউটেড?

ক্যাপিটালিস্ট : ওয়ার্কার্স... ইউনিয়ন.. স্ট্রাইক রানিং?

বৃদ্ধ : (যুবকের উদ্দেশ্যে) কমরেড.. শুনবে না ওদের কথা, শুনবে না কমরেড। সব ফালতু ব'কে যাচ্ছে এরা। এটা অসম্ভব। হতেই পারে না এরকম। একটা জেলে একই সেলে একজন ফিউডালিস্ট, একজন বুর্জোয়া, রাষ্ট্রের একজন গুপ্তচর, একজন অ্যামেরিকান একই সঙ্গে থাকতে পারে? এটা হয় কখনো? আবার সেখানে কমরেড তুমি-আমিও আছি!? এটা কোন্ শ্রেণী? এটা কি কৃষকরা করছে? তাহলে তো তারা শুধু সামন্তপ্রভুকে, জমিদার শ্রেণীকেই জেলে ঢোকাবে। শ্রমিক শ্রেণী তো এটা করতেই পারে না। এ' দেশে একজন বুর্জোয়াকে জেলে ঢোকাবার মতো অগ্রসর শ্রেণী হয়েই ওঠেনি

এখনও শ্রমিকরা। এটা মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে। কান দিও না এসব কথায় কমরেড কান দিও না। বিশ্বাস কোরো না তোমার কানকে। ভুল বকছে এরা। এরা আমাদের সব বিশ্লেষণকে গুলিয়ে দেওয়ার জন্য একজোট হয়েছে। বুঝতে পারছো? এরা আমাদের বিপ্লবকে ধ্বংস করতে চাইছে কমরেড, ওরা ভয় পেয়েছে। ওরা বুঝে গেছে আগামী একশো বছরের মধ্যে আমাদের বিপ্লব হবেই। ওরা এখনই সেটাকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্রে নেমেছে। পুঁজিবাদ যখন সম্পূর্ণ বেড়ে উঠবে, তার ভেতরে জন্ম নেওয়া শ্রমিক শ্রেণী এগিয়ে আসবে নিজেই তার শোধ তুলতে, বদলা নিতে। এরা সব ভুল কথা বলছে। আমাদেরকে বিপ্লবের পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে ওরা। তুমি দেখো, একটু পরেই গার্ডরা আসবে, ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে এখান থেকে। এরা কেউ বুর্জোয়া নয়, কেউ জমিদার নয়, কেউ গুপ্তচর নয়। সব সাজানো। সাজানো ঘটনা। সব ষড়যন্ত্র। এদের কথায় কান দেওয়ার কোনো দরকার নেই। তারচেয়ে চলো বিশ্রাম নেওয়া যাক। ঘুমনো যাক একটু। তারপরে উঠে আমরা আবার পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণে বসবো।

(আলো নেভে)

দৃশ্য ৪

(একই মঞ্চ। একদিন পর)

ক্যাপিটালিস্ট : তাহলে? চব্বিশ ঘন্টা হয়ে গেল... একটা কেউ এলো না নিয়ে যেতে... !

ফিউডালিস্ট : আমি এখান থেকে বেরিয়েই সবক'টা অফিসারের চাকরি খাব আগে... একটাও কোনো কাজের না। অপদার্থের দল। ওরা দেখেছে কালকে আমাকে অ্যারেস্ট হতে। ওদের সামনে দিয়ে আমাকে নিয়ে এসছে জেলে। অথচ দেখুন গতকাল থেকে এখন অব্দি কেউ কিচ্ছু করল না ! ভাবুন একবার বিষয়টা!

অ্যামেরিকান : হাউ লং আর উই সাপোজড্ টু স্টে হিয়ার? (কেউ কোনো উত্তর দেয় না।)

গুপ্তচর : একটু পরেই ওরা আসবে। আমাদের সব্বাইকে মেরে ফেলবে ওরা। (বাইরে থেকে কিছু লোকের গলার আওয়াজ শোনা যায়। কয়েকজন লোকের প্রবেশ।)

১ম লোক : (কড়া গলায়) সবাই দাঁড়িয়ে যাও। তোমাদের সময় শেষ। (বৃদ্ধ ও যুবক বাদে বাকি বন্দীদের সেল থেকে বাইরে বের ক'রে আনে)

২য় লোক : (পকেট থেকে কাগজ বের ক'রে পড়তে থাকে) হাসান খান, ইমতিয়াস শাহ্, ইকবাল এবং

জর্জ বিল-- সি.আই.এ.-র দালাল এবং রাষ্ট্রের গুপ্তচর বাহিনীর চর হিসেবে তোমরা সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার করেছো, যেসব সম্পত্তি ব্যক্তিগত মালিকানায় কুক্ষিগত করেছো, যে সমস্ত লুঠ ও হত্যা করেছো, এইসব কাজের জন্য তোমাদের এইখানে এইমুহূর্তে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। (ভিড়ের মধ্যে থেকে ২/৩জন গুলি চালায়। দাঁড়িয়ে থাকা চারজন বন্দী লুটিয়ে প'ড়ে যায় মাটিতে। বাকি লোকেরা তাদের টেনে, ছেঁচড়ে মঞ্চের বাইরে নিয়ে যায়।)

১ম লোক : তাহলে তোমরা কি এখনো ভেতরেই থাকবে? নাকি বেরিয়ে আসবে? (দু'জন বন্দী সেলের এক কোণে ভয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চুপ ক'রে।) আমরা যাচ্ছি এখন। যদি তোমরা বেরোতে চাও, দরজা খোলা রইল। (সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে) চলো। (মঞ্চ জুড়ে স্তব্ধতা। সব লোক বেরিয়ে যায়। দুটো সেলের দরজাই খোলা। বেশ কিছুক্ষণ সব চুপচাপ এবং স্থির। কিছুক্ষণ বাদে বৃদ্ধ খুব ধীরে সাবধানে উঠে আসে। নিজের সেলের দরজাটা বন্ধ ক'রে আবার সেলের ভেতরে ঢুকে যায়।)

যুবক : (থমথমে গলায়) ওরা মেরে ফেললো সবাইকে!

বৃদ্ধ : এটা পুরোটাই একটা নাটক। ওরা কেউ সত্যিকারের বুর্জোয়া বা সত্যিকারের জমিদার ছিল না। তবে, পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ক'রে আমার মনে হচ্ছে, ওরা কারা ছিল এটা নিশ্চিত ক'রে এখনই বলা যাচ্ছে না। হয়তো ওরা আমাদের মতোই বিপ্লবী ছিল।

যুবক : কিন্তু যদি ওরা বিপ্লবীই হ'ত, তাহলে আমাদেরকে একবার অন্ততঃ বলতো সে কথা

বৃদ্ধ : এই পুরো ব্যাপারটাই ছিল আমাদের সাথে একটা পরিকল্পিত চাল। এই লোকগুলো চাইছিল যাতে আমরা ওদের কথায় বিশ্বাস ক'রে বাইরে যাই।

যুবক : তাহলে চলুন যাই.. কি সমস্যা আছে তাতে?

বৃদ্ধ : বোকার মতো ভুল কোরো না। তুমি এই দরজার বাইরে পা ফেললেই ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। আর তারপরে প্রচার করবে তুমি পালানোর চেষ্টা করছিলে। এরকম কোরো না। দরজা বন্ধ করো।

যুবক : কিন্তু ওরা গার্ডদেরও মেরে ফেললো... এই চারটে লোককেও... মানে.. আমি বলছি... কি আছে বাইরে গেলে ! যদি সাবধানে যাই !? যদি দেখি এটা একটা চাল, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসব সেলে

বৃদ্ধ : গাধার মতো কাজ কোরো না কমরেড। আঠারো বছর এইখানে থেকে তুমি এখনো ভালো আর খারাপের পার্থক্যটা বুঝলে না !?

যুবক : আমি জানি না বাইরে কী হচ্ছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত কিছু একটা তো হচ্ছেই এই দেওয়ালের ওপারে। কিছু একটা তো ঘটছেই। হয়তো কোনো কৃষক ধান কাটার কাস্তেটা উঁচু ক'রে ধরেছে আঁকাবাঁকা আলপথের ওপরে। হয়তো কোনো শ্রমিকের দল হরতাল ডেকেছে কারখানায়।

বৃদ্ধ : কোন্ শ্রমিক? যে দেশে শিল্প-কারখানা-পুঁজিই বেড়ে উঠলো না তার দানব হাত-পা ছড়িয়ে এখনও, সেখানে কিসের বিপ্লব?

যুবক : আপনাদের তো কোনো শ্রমিক শ্রেণীকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। শ্রমিকও আপনাদের খুঁজে পাবে না। কেননা আপনারা তো ওদের খালি মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে লড়তে শিখিয়েছেন।

বৃদ্ধ : কমরেড ! তুমি দেখছো না এইলোকগুলো কিরকম স্রোতে ভাসছে ! ওদের কথাগুলো শুনেছ মন দিয়ে? শ্রমিক শ্রেণী কখনো এই ভাষায় কথা বলে না কমরেড। তুমি কি ওদের মুখে 'লং লিভ দ্য প্রোলেতারিয়েত' শুনেছো একবারও?

যুবক : হয়তো আমরা কোথাও ভুল করছি। আন্দোলনের উত্তেজনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা অতি-সরলীকরণ আসতেই পারে।

বৃদ্ধ : কিন্তু তার জন্যে প্রতিষধক থাকা দরকার কমরেড। চিন্তাশীল মনে, চিন্তার অনুশীলনে।

যুবক : আমি তো কলেজে ইতিহাসের ক্লাসে আপনারই ছাত্র ছিলাম কমরেড। ক্লাসে আপনিই এটা পড়িয়েছিলেন আমাদের। পরে পার্টি ক্লাসেও আপনিই শিখিয়েছিলেন এই তিনটে কথা – সংশোধন, পুনরাবৃত্তি, আর সম্প্রসারণ। মনে পড়ছে স্যর? আপনি পুনরাবৃত্তির পথে হাঁটছেন। আগের সিদ্ধান্তকে আজকে গ্রহণ করার কথা বলছেন। বিশ্বাস করছেন এই অবস্থায় পরিবর্তনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ক্যাপিটালিস্টরা কিন্তু দাস ক্যাপিটাল থেকে শিখেছে কমরেড, শুধরে নেবার চেষ্টা করেছে নিজেদের ত্রুটিগুলো। আর আমরা, কমিউনিস্টরা ক্যাপিটালিস্টের কোনো কিছু পড়তে গেলে আপনারা বলেছেন ওগুলো না পড়তে, ওগুলো সি.আই.এ.-র দালালদের লেখা। জানেন, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের ঘটনা বিশ্লেষণে কোথাও ভুল হয়েছে।

বৃদ্ধ : কেন !? এর'ম মনে হয় কেন তোমার?

যুবক : বুঝবেন না (সেলের বাইরে পা বাড়ায়)

বৃদ্ধ : জেলখানার নিয়ম ভেঙো না কমরেড। ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন। একজন কমিউনিস্টের জীবনে ডিসিপ্লিনই সব। যেও না...

যুবক : বিদ্রোহই কমিউনিস্টের ডিসিপ্লিন।

বৃদ্ধ : কমরড যেও না বলছি...

যুবক : কিন্তু দরজা তো খোলা। সব দরজা খোলা। (বেরিয়ে এসেছে সেল থেকে) আসুন দেখে যান এই জায়গাটা... আমি সূর্যটাকে দেখতে পাচ্ছি কমরেড... দেখুন, কি দারুণ হাওয়া আসছে এই দরজাটা দিয়ে...

বৃদ্ধ : পায়ের ঐ শেকল নিয়ে তুমি যেখানে যাবে, ওরা তোমাকে দেখলেই বুঝে যাবে তুমি জেল থেকে পালিয়েছ

যুবক : না ! আমি খুলে ফেলবো শেকল। এই দেখুন, মরচে ধ'রে গেছে এগুলোতে। (ব'সে প'ড়ে পায়ের শেকল খুলতে থাকে এক এক ক'রে। এবং চারপাশে সেগুলো ছড়িয়ে রাখে।) দেখুন, চেনগুলো কেমন একটার থেকে আরেকটা আলগা হয়ে গেছে... এতবছর আমি আমি এই চেনগুলোকে আলগা হ'তে দিইনি।

বৃদ্ধ : ওরকম কোরো না... শেকলগুলো যাতে আলগা না হয়ে যায় সে জন্য আমি আমাদের খাবারের থেকে অল্প অল্প ক'রে তেল আর চর্বি তুলে ঘ'ষে ঘ'ষে মাখিয়ে রাখতাম শেকলে। যাতে ওগুলোতে মরচে না ধরে। খুলে না যায়। কিন্তু আমার পা দুটো বড্ড সরু হয়ে গেছে। হাঁটলেই শেকলগুলো পা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু আমি কক্ষনো জেলখানার নিয়ম ভাঙবো না। তোমার সেলে ঢুকে পড়ো কমরেড। দরকার হ'লে তুমি আমার শেকলটা নিতে পারো। নাও, আমার শেকলটা প'রে নাও তুমি। আমরা দুজনে দুজনের শেকল অদল বদল ক'রে পরবো। কিন্তু নিয়ম ভেঙো না কমরেড। ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন...

যুবক : আমি আর ঐ সেলের ভেতরে ফিরব না। আপনি একটা ফসিল হয়ে গেছেন। আপনার সামনে যদি একটা আয়না থাকতো, তাহলে বুঝতেন আমি কী বলছি। বেরিয়ে আসুন, বেরিয়ে আসুন ঐ সেল থেকে। ঐ অদৃশ্য গরাদ ভেঙে থেকে বেরিয়ে আসুন কমরেড। আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আপনার খাঁচার ভেতর আরেকটা খাঁচা। আরেকটা অদৃশ্য খাঁচা। (বাইরের দিকে এগোয়)

বৃদ্ধ : না.. যেও না.. এরকম ভুল কোরো না কমরেড... এই ফাঁদে পা দিও না.. তুমি মারা পড়বে.. ওরা মেরে ফেলবে তোমাকে..

যুবক : (বুক ভ'রে শ্বাস নেয়। হাসে) দেখুন কি সুন্দর হাওয়া আসছে। কি দারুণ দেখাচ্ছে সূর্যটা.. আমি একটুও মিথ্যে বলছি না কমরেড.. সব দরজা খোলা.. আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি বাইরে কিছু একটা ঘটছে .. আমাদেরকে দরকার আছে বাইরের ঐ পৃথিবীটার কমরেড.. আমি শাদা বরফের গায়ে লাল রক্তের ছোপ দেখতে পাচ্ছি.. বেরিয়ে আসুন কমরেড...

বৃদ্ধ : আমি তো দেখতে পাচ্ছি না এসব কিচ্ছু..

যুবক : বেরিয়ে আসুন ওখান থেকে.. আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট...

বৃদ্ধ : বিশ্বাস কোরো না তোমার চোখকে। তুমি ভুল করছো। চোখ বন্ধ করো। ফিরে এসো কমরেড। নেতার কথায় কখনো অবিশ্বাস আর প্রশ্ন রাখতে হয় না কমরেড। শুধু তা' মান্য করতে হয়। ফিরে এসো বলছি....

যুবক : আমি যাচ্ছি কমরেড... আমি যাচ্ছি... (নেপথ্যে 'আহ্বান শোনো আহ্বান আসে মাঠ ঘাট বন পেরিয়ে/দুস্তর বাধা প্রস্তর ঠেলে বন্যার মতো বেরিয়ে/যুগ সঞ্চিত সুপ্তি দিয়েছে সাড়া/হিমগিরি শুনলো কি সূর্যের ইশারা/যাত্রা শুরু উচ্ছল, চলে দুর্বার বেগে তটিনী...' এই গানের সুরটা খালি বাজবে। বাজতেই থাকবে। ভায়োলিন, পিয়ানো, গীটার এবং ক্লারিনেটে।)

বৃদ্ধ : না ! না ! (বৃদ্ধ চিৎকার করতে থাকে। একটা হৃদয়-মোচড়ানো স্বর। শুনে মনে হয় যেন একটা কুয়োর গভীর থেকে আওয়াজটা আসছে। কিছুক্ষণ বাদে, স্তব্ধতা। বৃদ্ধ তার সেলের ভেতরে হাঁটলেন কিছুক্ষণ। সেলের দরজার বাইরে খাবারের ডিশ আছে কিনা দেখলেন।) গার্ড ! গার্ড ! খাবারের সময় হয়ে গেছে। আমাকে খেতে দিন। আমার খিদে পেয়েছে গার্ড। আমি মারা যাব খিদেয়। আমার খিদে পেয়েছে... গার্ড... আমি জেলখানার নিয়ম ভাঙিনি... এই সেলের বাইরে পা রাখিনি আমি... ডিসিপ্লিন ভাঙিনি... ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন.... আমাকে খেতে দিন গার্ড... আমাকে খেতে দিন... আমি জেলখানার নিয়ম ভাঙিনি.... (কাশতে থাকেন। প্রচণ্ড কাশি। কাশতে কাশতেই বলতে থাকেন কথাগুলো। কথা আটকে কাশি উঠে আসে। তবু বলতে থাকেন কাশতে কাশতে। গলা-বুক ধ'রে সেলের দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে ব'সে পড়েন। আলো নেভে। তখনও কাশি আর কথাগুলো শোনা যাচ্ছে। আসতে আসতে ফেড হয় স্বর। আবহে গানের সুরটা বাজতে থাকে। পর্দা নামে।)

†

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

1. Abol Froushan
2. Ali Abdolrezaei
3. Communist Party of Iran (Marxist-Leninist-Maoist) / CPI(MLM)
4. Debanjan Das
5. Hamid Naficy, "Islamizing Film Culture in Iran," in Political Culture in the Islamic Republic, ed. Samih K. Farsouh and Mehrdad Mashayekhi (New York: Routledge, 1992)
6. Iranian People's Fedai Guerrillas (IPFG)
7. Journal of Constitutional Law, *Velayat-e-faqih* in the Constitution of Iran
8. Late Arun Ghosh
9. Maryam Hooleh
10. Middle East Research and Information Project
11. Mohssen Makhmalbaf
12. N.Y. Times
13. Nicole E. Cathcart, ''The New Iranian Film: Central Themes within a Framework of Values in Third Phase Post-Revolutionary Iranian Film''
14. Organizations of Iranian People's Fedai Guerrillas (OIPFG)
15. Poetry International
16. Seyed Habiballah Lazgee, ''Post-revolutionary Iranian Theatre: Three Representative Plays in Translation with Critical Commentary'', University of Leeds, School of English (Workshop Theatre)
17. Shola Jawid— Voice of Communist Party of Afghanistan (Maoist)
18. Shyamashree Das
19. Tudeh Party of Iran
20. Ziba Mir-Hosseini, ''Negotiating the Forbidden: On Women and Sexual Love in Iranian Cinema''
21. Ziba Mir-Hosseini, "Iranian Cinema: Art, Society and the State"
22. কালিমাটি অনলাইন
23. 'সংশোধন পুনরাবৃত্তি সম্প্রসারণ'— সুশোভন সরকার, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান (দ্বাদশ খণ্ড)